দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৫।১।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

020

প্রাথমিক শিক্ষার হালহকিকত

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ—কি এগিয়ে যাচ্ছে? এগিয়ে গেলে কতটা এগিয়েছে? চমকপ্রদ কোন অগ্রগতি ঘটেছে অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য কিছু? দৈনিক বাংলায় সোমবার এ সম্পর্কে যে খবর বেরিয়েছে তাতে করে ঐ প্রশ্নের জবাব মিলবে। বলাবাহুল্য জবাবটা তো সন্তোষজনক নয়ই রীতিমতো দুঃখজনক।

বেশি নয় দু-একটা পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যাক। গত পাঁচ বছরে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে মোটে ৬ লক্ষ, লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ৩২ লক্ষ কম।

এই অবস্থার কারণ অনুধাবন করতে তেমন গবেষণার প্রয়োজন নেই। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের দারিদ্র অবশ্যই এই অবস্থার জন্য কিছুটা দায়ী। কিন্তু সেটা বড় কারণ নয়। কেননা, এ যুগে কোন মাতাপিতাই তার সন্তানদের মূর্খ করে রাখতে চায় না। আসলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিটি স্তরে যে দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে, যে গাফিলতি রয়েছে তার জন্যই এই অবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। তবে আর্থিক অনটন অবশ্যই এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এর ফলে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই যে দেশে জনসংখ্যা বাড়লেও প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে না। অর্থাৎ অশিক্ষিতদের হার বাড়ছে। এ অবস্থা কি আমাদের কাম্য হতে পারে? দেশকে সাক্ষর করার যে প্রয়াসের কথা, সংকল্পের কথা বারবার জোর দিয়ে ঘোষণা করা হয় এ অবস্থাটা তো তারও প্রতিকূল।

আমাদের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ঐ পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় দুর্বলতা অবিলম্বে দূর করা দরকার। আর এব্যাপারে বিলম্বের অবকাশও খুব কম।